আর্ট অব ওয়ার

সান জু

আরমান কবির *অনূদিত*

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

চ্যাপ্টার ১ : সান জু ও তার বই কিংবা ভূমিকা

সান জু আসলে কে ছিলেন এ নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। অন্তত গোটা পাঁচেক তো হবেই। এ রকমও শোনা যায়, আদতে একজন মানুষ ছিলেন না সান জু। মানে একই নামে বেশ কজনের হাতের ছোঁয়া পেয়েছে আর্ট অব ওয়ার বইটি। তবে এখানে তার পরিচয়ের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এমন—

সান জু উ চি প্রদেশের লোক ছিলেন। বলতে গেলে আর্ট অব ওয়ার নামের এই বইটি তাকে উ সাম্রাজ্যের রাজা হো লু-এর নজরে নিয়ে আসে।

হো লু তাকে বলেছিলেন, 'তোমার এই বইয়ের তেরোটি অধ্যায়ই আমি পড়লাম। আচ্ছা তুমি সেনাবাহিনী সামলানোর যে কৌশল বাতলেছ তা কি আমি বাস্তবে ছোট্ট একটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি?'

'আলবৎ পারেন।' উত্তর দিয়েছিলেন সান জু।

'আচ্ছা, এই পরীক্ষা মহিলা মানুষের ওপর করা যাবে তো?' আবারও প্রশ্ন করলেন রাজা।

উত্তরে আবার 'হ্যাঁ' বলেছিলেন সান জু। কথামতো রাজপ্রাসাদ থেকে ১৮০ জন নারী বাইরে আনা হলো। সান জু এদের দুই ভাগে ভাগ করলেন। সেই সাথে দুই দলের নেতৃত্ব

দিলেন রাজার পেয়ারের দুই রক্ষিতার হাতে। সবার হাতে বর্শা নেওয়ার হুকুম দিয়ে সান জু তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ধরে নিচ্ছি আপনারা সকলেই ডান-বাম আর সামনে-পেছনের পার্থক্য জানেন, কি ঠিক না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নারীরা সমস্বরে উত্তর দিলো।

বলে চললেন সান জু, 'যখন আমি বলব চোখ সামনে তখন সবাই নজর সামনে রাখবেন। যখন বলব 'বায়ে মোড়'; তখনই বাম দিকে ফেরা চাই। যখন বলব 'ডাইনে মোড়' তখন ডাইনে আর যখন বলব 'উলটোদিকে' তখনই সটান পিছু ঘুরতে হবে; কেমন?'

আবার সম্মতি জানাল নারীরা। কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যুদ্ধের কুঠার আর কুড়াল সমেত অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে ড্রিল শুরু করতে প্রস্তুত হলেন সান জু। এরপর ড্রামের শব্দের তালে সান জুর নির্দেশ ভেসে এলো, 'ডাইনে মোড়'।

কিন্তু উত্তরে নারীরা হাসিতে ভেঙে পড়ল পরক্ষণে।

সান জু বললেন, 'আদেশ ঠিকঠাক না বুঝলে বা সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হলে জেনারেলের ঘাড়ে এর দায় চাপবে।'

এরপর সান জু আবার অনুশীলন শুরু করে হুকুম করলেন, 'বায়ে মোড়'। কিন্তু আবারও একই অবস্থা। মেয়েরা হাসিতে ফেটে পড়েছে। 'আদেশ ঠিকঠাক না বুঝলে বা সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হলে জেনারেলের ঘাড়ে এর দায়

চাপবে। আর আদেশ ঠিকঠাক হওয়ার পরও সৈনিকেরা যদি তা পালন না করে তবে এর সম্পূর্ণ দায় অফিসারদের।'

কথা শেষ করে সান জু হুকুম দিলেন দুই দলের নেতাদের কল্লা ফেলে দিতে। শিরোশ্ছেদ যাকে বলে।

প্রাসাদের উঁচু মঞ্চ থকে রাজা এতক্ষণ সবই দেখছিলেন। কিন্তু নিজের পেয়ারের রক্ষিতাদের এখন মুণ্ডু যায় যায় অবস্থা দেখে তড়িঘড়ি খবর পাঠালেন, 'আমাদের জেনারেল যে তড়িৎকর্মা এবং সৈন্য সামলাতে পটু—সে বিষয়ে আমরা পরিষ্কার ধারণা পেলাম। এই রক্ষিতাদের যদি এখন শিরোশ্ছেদ করা হয়, তবে তবে তা আমাদের জন্য মোটেও সুখকর হবে না। এটা আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে যে, এদের শিরোশ্ছেদ না করা হোক।'

'রাজা মহোদয়ের হুকুমেই যেহেতু আমি তার সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে জেনারেল হয়েছি, কাজেই এটা আমারও দায়িত্বের মাঝে পড়ে—কিছু কিছু অবস্থায় তার সকল হুকুম আমি মেনে নিতে অপারগ। এটা জেনারেলের কর্তব্যের অংশ।'

যেই কথা সেই কাজ। দ্রুত দুই রক্ষিতার শিরোশ্ছেদ করে সেখানে পরের দুজনকে দায়িত্বে নিযুক্ত করে দিলেন সান জু।

এইবার সান জুর সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে নারীদের দল ডানে ঘুরল, বায়ে ঘুরল। টু শব্দটি শোনা গেল না কারও মুখে।

এবার সান জু রাজার উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠালেন, 'মহামান্য রাজা, এবার আপনার সৈন্যদল যেকোনো কিছুর জন্য তৈরি। তাদের মাঝে আপনি এখন শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা পাবেন। তাদের আগুনে ঝাঁপাতে বললে তারা তাই করবে। পানিতে লাফাতে বললেও দ্বিধা করবে না। মহাশয় চাইলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

'জেনারেলকে আদেশ করা হলো অনুশীলন বন্ধ করে ক্যাম্পে ফেরার জন্য। এই মুহূর্তে এসব পরীক্ষা করে দেখার সাধ নেই আমার।' জবাব দিলেন রাজা।

'রাজা মহাশয় দেখছি কথায় পটু। কাজের বেলায় ঠন ঠন।'

এভাবেই রাজা হো লু বুঝলেন এই লোকই পারবে তার সৈন্যদল সামলাতে। কাজেই তাকে নিয়োগ দিলেন জেনারেল হিসেবে।

কেউ বলে তিনি ছিলেন ভাড়াটে সৈনিক, কেউ বলে কেবলই একজন চিন্তাবিদ ছিলেন সান জু। কিন্তু মোদ্দাকথা হলো, সান জু যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে লেখা এ বই পড়লেই বোঝা যায়—কোনোভাবেই একজন অশিক্ষিত লোক আব কেবলই একজন যুদ্ধংদেহী মার্সেনারি বা ভাড়াটে সৈনিকের পক্ষে এ বই লেখা সম্ভব নয়। এমন সব যুদ্ধের কৌশল এ বইয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, আপনি আপন মনে ভাবলে এর অনেকটাই আপনার কাছে বাকোয়াস বলে মনে হতে পারে। কিছু উদাহরণ দিই?

যেমন, সান জু তার বইয়ে বলেছেন, দেয়ালে ঘেরা কোনো নগরী আক্রমণ না করতে। এতে করে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এখন আপনি মনে করতে পারেন, এই আধুনিক এটম, মিসাইল, এ.কে ৪৭-এর যুগে একখানা দেয়াল আর এমন কী। দে গুড়িয়ে!

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন, এ বই লেখা হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে। কাজেই যেসব যুক্তিবিদ সান জুর বইকে অলীক ও গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেন, তাদের আরও একবার ভেবে দেখতে বলব।

ভালো কথা, সান জুর এই আর্ট অব ওয়ার সর্বপ্রথম অনুবাদ করেছিলেন একজন ফ্রেঞ্চ পাদরি। এরপর আরও কয়েকজন দিগ্‌গজ ইংরেজিতে এনেছেন এ বইটি। কিন্তু এর সবটাই এত বেশি নোট আর ছোট ছোট টীকায় ভরপুর যে, তা মোটেই সুখপাঠ্য হবে না। অন্তত পাঠক আগ্রহ পাবে না। এ বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে অন্য আরও যে সকল বাংলা অনুবাদ পেলাম তার সব-কটাই বড় বেশি খটমটে। পড়তে গেলে মনটাই কেমন মরে যায়। তাই ঠিক করলাম, এ রকম একটা অনুবাদ আনব, যেটা এই বইটিকে পাঠকপ্রিয়তা এনে দেবে। বাস্তবিক অর্থে, বইটি পড়তে গিয়ে বুঝলাম, একটু ভালো অনুবাদের অভাবে কী চমৎকার একটি বই থেকে আমরা বাঙালিরা বঞ্চিত হচ্ছি। হব নাইবা কেন, আজ পর্যন্ত যে সকল অনুবাদক বইটি চাইনিজ থেকে ইংরেজিতে এনেছেন তারা কেউই তো আর বাঙালিদের কথা ভেবে করেননি।

কাজেই কিছু কিছু চ্যাপ্টারে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল।

যেমন, Terrain, army on the march ইত্যাদি অধ্যায়ের নামের সঠিক অনুবাদ করতে গেলে যা দাঁড়ায় তা হাস্যকর কিংবা অর্থহীন মনে হয় আমার নিজের কাছেই। এ একই সমস্যা বোধ করি পূর্ববর্তী অনুবাদকরাও আঁচ করেছেন। হয়তো তারা এড়াতে পারেননি কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি সমস্যা এড়িয়ে বইটিকে সাহিত্যের মর্যাদা দিতে। আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন, সান জুর এই সমরবিদ্যা-সম্পর্কিত বইটি আজ এত হাজার বছর পরও সামসাময়িক যেকোনো যুদ্ধ-সংক্রান্ত নন ফিকশনের সমান উপভোগ্য।

জগদ্‌বিখ্যাত বেশকিছু হোমড়া-চোমড়া সান জুর এই বই সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলে গেছেন। কেউ কেউ তো রীতিমতো সারাজীবন বইটির ওপর গবেষণা করে গিয়েছেন।

এদের কয়েকজনের পরিচয় জেনে নিই চলুন—

১. সাউ সাউ বা সাউ কুং। খুব সম্ভব ১৫৫-২২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই গ্রহের হাতেগোনা কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির মাঝে অন্যতম ছিলেন। সারাজীবন কাজ করে গেছেন সমরবিদ্যা নিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সেরা একজন মিলিটারি জিনিয়াস ছিলেন এই লোক। তার সম্পর্কে ওয়িয়াং সিউ বলেছেন, সর্বকালের সেরা অধিনায়ক ছিলেন তিনি। জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাউ কুং ব্যয় করে গেছেন সান জুর

কাজের পেছনে। করেছেন গবেষণা ও লিখেছেন অসংখ্য নোট। যার অনেকখানিই পাওয়া যায় তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সান কুয়ো শি'-এ।

২. লি চুয়ান ছিলেন অষ্টম শতকের একজন বিশিষ্ট মিলিটারি গবেষক লেখক। আজও তার লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত—দা তুং শিহ।

৩. তু ইউ আলাদা করে সান জুকে নিয়ে কিছু লিখে যাননি। তবে তার বিশ্বকোষ সমতুল্য গ্রন্থ 'তুং তিয়েন'-এ তিনি সান জুকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি সান জুর ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে বেশকিছু প্রাচীন বক্তার উদাহরণও টেনে এনেছেন।

৪. তু মু-কে লোকে চেনে কবি হিসেবে। যুদ্ধসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তার না থাকলেও আগ্রহ ছিল ব্যাপক। সান জুর কাজ নিয়ে তার মন্তব্য, 'চর্চা, মহানুভবতা ও সুবিচার, আবার অন্যদিকে কৃত্রিমতা ও সুযোগ সন্ধানী।' তিনিই বলেছেন, সান জুর মৃত্যুর পর থেকে কয়েক হাজার বছর যাবৎ যত যুদ্ধ হয়েছে, এর বেশিরভাগই সান জুর বইয়ের প্রভাব মুক্ত নয়।

৫. ওয়াং শি ছিলেন সাঙ্গ সাম্রাজ্যের লোক। তিনি সান জু সম্পর্কে যা বলে গেছেন সেসব আবার তুলনা করেছেন আরেক বক্তা সাউ কুং-এর সাথে। জানা যায়, তিনি সান জুর প্রাচীন গ্রন্থ বারবার পড়ে বেশকিছু ভুল সংশোধন করেছিলেন।

এ রকম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হাজার বছর ধরে কাজ করে গেছেন সান জুর আর্ট অব ওয়ার নিয়ে। ছোট্ট পরিসরে লেখা এ বই দুনিয়ার কত সহস্র যুদ্ধবাজ সেনাপতি, রাজনীতিবিদ, ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিকের পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এখনো হচ্ছে। আশা করি, এই অনুবাদের হাত ধরে এখন থেকে আমাদের দেশেও বইটি তাক থেকে পাঠকের হাতে হাতে স্থান পাবে।

—অনুবাদক
আরমান কবির
বাংলাদেশ

চ্যাপ্টার ২ : ছক

(এই অধ্যায়টির চাইনিজ মর্মার্থ কী—তা সাউ কুং এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, জেনারেল নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যুদ্ধের ময়দানে যে সাময়িক তাঁবু খাটান তার ভেতর যেসব গোপন শলাপরামর্শ চলে মূলত তা-ই হচ্ছে এই অধ্যায়ের নামকরণের উদ্দেশ্য।)

১. সান জু বলেন, রাষ্ট্রের জন্য আর্ট অব ওয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

২. এ এক জীবন-মরণ ব্যাপার। হয় নিরাপত্তা আর নয় ধ্বংস, দুটোর একটা বয়ে আনবে এই পন্থা। কাজেই এর গুরুত্ব প্রশ্নাতীত।

৩. পাঁচটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে আর্ট অব ওয়ারের গোটা কাঠামো। এই পাঁচটি জিনিস মাথায় না রাখলে যুদ্ধের ময়দানে অনেক কিছুই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

৪. এগুলো হলো—১. নৈতিক নিয়মাবলি, ২. স্বর্গ, ৩. মর্ত্য, ৪. কমান্ডার, ৫. শৃঙ্খলা ও নিয়ম।

(এখানে সান জু আসলে মানবিক গুণাবলি বোঝাননি। তিনি বুঝিয়েছেন যুদ্ধের ময়দানে সামঞ্জস্যতা। কাজেই এগুলোকে নীতিবোধ ভেবে ভুল করার জো নেই।)

৫, ৬. নৈতিকতাবোধের ফলে সৈন্যদল সদাপ্রস্তুত থাকবে নেতার যেকোনো আদেশ মেনে নিতে। কোনো বিপদেই তারা পিছপা হবে না।

(ওয়াং জুর কথা থেকে জু ইউ বলছেন, 'অভ্যাস না থাকলে অফিসাররা যুদ্ধের ময়দানে সদা অনিশ্চয়তায় ভুগবে। একই কারণে জেনারেল হয়ে পড়বে অস্থির যেকোনো সংকটের মুহূর্তে।)

৭. স্বর্গ দিয়ে দিন ও রাত বোঝানো হয়েছে। মানে বিভিন্ন ঋতু ও সময়।

(বিভিন্ন বক্তা এখানে অনর্থক কিছু শব্দ নিয়ে একটু রহস্য করেছেন। মেং শি মনে করেন, স্বর্গ দিয়ে কোমলতা ও কাঠিন্য, ক্ষয় ও বৃদ্ধি বোঝানো হয়েছে। ওদিকে আবার ওয়াং শি মনে করেন, এই শব্দ দিয়ে মেঘ, বাতাস, ঋতু ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।)

৮. মর্ত্য দিয়ে কাছের ও দূরের দূরত্ব বোঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও নিরাপত্তা ও বিপদ, খোলা ও সংকীর্ণ ময়দান, জীবন ও মরণের সম্ভাবনা ইত্যাদি।

৯. একজন কমান্ডারের কিছু গুণাবলি থাকা আবশ্যক। যেমন—জ্ঞান, নিষ্ঠা, উদারতা, সাহস ও কঠোরতা

(চাইনিজদের পাঁচটি মৌলিক গুণাবলির ভেতর আছে—১. উদারতা বা মানবিকতা, ২. মনের দৃঢ়তা, ৩. আত্মসম্মান, ৪. জ্ঞান, ৫. নিষ্ঠা। এখানে জ্ঞান ও নিষ্ঠার মূল্যায়ন উদারতা বা মানবিকতার চাইতেও বেশি।)

১০. নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা দিয়ে সেনাবাহিনীর অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন—আর্মির প্রতিটি সঠিক মার্শাল আইনের প্রতি গুরুত্বারোপ, অফিসারদের মাঝে র‍্যাংকের সুষম বণ্টন ও তার প্রতি সম্মান, যেসব পথে আর্মির রসদ আসবে সেসব পথের রক্ষণাবেক্ষণ ও আর্মির খরচ নিয়ন্ত্রণ।

১১. এই পাঁচটি কথা প্রতিটি জেনারেলের মাথায় থাকা চাই; তবেই কেবল জয় আসবে।

১২. কাজেই সেনাদলের সঠিক অবস্থান নিরূপণের জন্য যখন আলোচনা করবেন, তখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে একটু তুলনামূলকভাবে ভেবে দেখবেন। যেমন—

১৩. (১) দুই পক্ষের মাঝে কোন পক্ষটি অর্থাৎ, কোন সেনাদলটির মাঝে নৈতিকতার প্রভাব বেশি।

(২) উভয় পক্ষের কোন জেনারেলের দক্ষতা বেশি?

(৩) স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভাব কার ওপর বেশি? (৭ এবং ৮ নম্বর দেখুন)

(৪) দুই পক্ষের কোন পক্ষে শৃঙ্খলা কঠোরভাবে পালিত হয়?

(তু মু এখানে সাউ সাউ (১৫৫-২২০ খ্রিষ্টাব্দ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন উদাহরণস্বরূপ; সাউ সাউ ছিলেন বেজায় কঠোর এক শৃঙ্খলাপরায়ণ জেনারেল। তিনি আইন করেছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে কোনো সৈনিক যদি বেখেয়ালে আহত হয়, তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ঘটনাক্রমে তার নিজের ঘোড়া এক ভুট্টা ক্ষেতে ঢুকে বসে রইল। তখন তিনি নিজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। ওপরের প্যাসেজ সম্পর্কে সাউ সাউ-এর বক্তব্য এ রকম, 'আইন মানে আইন। আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।')

(৫) কোন সেনাদলটি অধিক শক্তিশালী?

(মানবিক দিক দিয়ে এবং শক্তির জোরের দিক দিয়েও শক্তিশালী হওয়া বুঝিয়েছে এখানে। মেই ইয়াউ শেন-এর মতে এর অর্থ হলো, বিশাল সৈন্যবহর ও সৈনিকদের উদ্যম।)

(৬) কোন পক্ষের লোকজন বেশি প্রশিক্ষিত?

(তু ইউ এখানে ওয়াং জু-এর একটা কথা তুলে ধরেছেন, 'অভ্যাস না থাকলে অফিসাররা যুদ্ধের ময়দানে সদা অনিশ্চয়তায় ভুগবে। একই কারণে জেনারেল অস্থির হয়ে পড়বে যেকোনো সংকটের মুহূর্তে।)

(৭) কোন পক্ষের সেনাদল পুরস্কার ও শাস্তি উভয় ক্ষেত্রে কঠোর? (অর্থাৎ, কোন পক্ষের সৈনিকরা মেধার জন্য পুরস্কৃত হয়ই আর ভুলের জন্য শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে না? মানে নিশ্চয়তা।)

১৪. এই সাতটি বিষয়ের ওপর যে অটল তার সামনে আমি জয় দেখতে পাচ্ছি।

১৫. আমার পরামর্শ মান্য করবে যে জেনারেল, জয় তার। তাকে দায়িত্বে রাখা হোক। আর আমার পরামর্শ মানে না যেই জেনারেল, তার পরাজয় ঠেকায় কে? তাকে বিচ্যুত করা হোক।

(ওপরের কথা থেকে বোঝা যায়, সান জু এই উক্তি আসলে উ-এর রাজা হো লু-এর স্বার্থ ভেবেই করেছিলেন।)

১৬. আমার পরামর্শ মেনে লাভবান হতে হলে, আপনাকে অবশ্যই এসব নিয়মের বাইরেও যেকোনো সুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে নিজেকে। অর্থাৎ, সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

১৭. পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে আপনি আপনার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতেই পারেন।

(সান জু যেহেতু একজন প্র্যাক্টিকেল মানুষ ছিলেন গ্রন্থগত বিদ্যা তার খুব কমই ছিল। এখানে তিনি আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন, অবান্তর কোনো নিয়মে নিজেদের অযথা বেঁধে না ফেলতে।